# কৃষি সুপারিশ

**৭-১০ ই মার্চ ২০২৪ (২৩-২৬ শে ফাল্গুন ১৪৩০)**

**আলু** - এসময় নাবি ধ্বসা রোগ লাগতে পারে, সতর্কতা হিসেবে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।জাত অনুযায়ী ৮০-১২০ দিনের মধ্যে ফসল তুলে ফেলতে হবে।ফসল তোলার ১০-১৫ দিন আগে জল সেচ বন্ধ করা উচিত। বীজ আলু তৈরী করার উদ্দেশ্যে চাষ করা জমিগুলির ফসল তোলার দুই সপ্তাহ আগে আলু গাছের কান্ড মাটি থেকে ৩-৪ ইঞ্চি রেখে কেটে ফেলতে হবে এবং সেই সঙ্গে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে কাটা অংশে স্প্রে করতে হবে।

**গম**-প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলে সেচ দিন।রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। **ভুষো রোগে** শীষের ফুল ও দানার স্থানে কালো ভুষোর মত এই রোগের স্পোর দেখা দিলে ভিজে কাপড়ে ঢেকে শীষগুলি সাবধানে কেটে পুড়িয়ে ফেলুন। গমের **বাদামি মরচে** রোগে পাতার উপর কমলা রঙের উঁচু উঁচু দাগে মরচের গুড়ো দেখা যায়। এই জন্য জিংক বা ম্যাঙ্গানিজ ডাই থায়োকার্বামেট (০.২%) স্প্রে করুন।

**ভুট্টা**- ভুট্টার জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামে লেদা পোকার আক্রমণ দেখা গেলে স্পিনেটোরাম ১১.৭% এস.সি ১ মিলি প্রতি লিটার জলে বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি. ১ মিলি প্রতি ৩ লিটার জলে বা থায়ামিথোক্সাম ও ল্যামডা সায়হ্যালোথ্রিন মিশ্রণ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করতে হবে।

**বোরো ধান** - বীজতলায় ঝলসা রোগের আক্রমন দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে অথবা (ট্রাইসাইক্লাজোল ১৮ % + ম্যানকোজেব ৬২ % ) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মাঘের মাঝামাঝির মধ্যে (জানুয়ারির শেষ ) বোরো ধান রোয়া শেষ করা দরকার।৫ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ টি পাতাযুক্ত চারা রোয়া করা দরকার। প্রতি গুছিতে ৬-৭ টি চারা দেওয়া প্রয়োজন। বাদামি শোষক পোকা আক্রমনপ্রবন এলাকায় ১৫-২০ লাইন অন্তর এক লাইন রোয়া না করে ফাঁকা রাখা দরকার।মূলজমিতে উচ্চফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে একর প্রতি ৫২ কেজি নাইট্রোজেন ,২৬ কেজি ফসফেট ও ২৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে ।শেষ চাষের আগে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ১/৪ অংশ, ফসফেট সারের ১০০ % ও পটাশ সারের ৩/৪ অংশ মূলজমিতে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন ঘটিত মোট সারের ১/২ অংশ প্রথম চাপান এবং বাকি ১/৪ অংশ দ্বিতীয় চাপান হিসাবে যথাক্রমে রোয়ার ২১ ও ৪২ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সারের বাকি ১/৪ অংশ দ্বিতীয় চাপান হিসাবে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সঙ্গে রোয়ার ৪২ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে।

**ডালশস্য** :-গ্রীষ্মকালিন **মুগ** চাষর পরিকল্পনা করুন।**জাত**:সোনালী,পান্না(বি-১০৫),সম্রাট,বাসন্তী ইত্যাদি জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।**বীজের পরিমান** হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ কেজি।**বীজ শোধন** : থাইরাম (৭৫%)বা ম্যানকোজেব (৭৫%) ৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন।**মূলসার** হেক্টরপ্রতি জৈবসার ৫ টন, ২০ কেজি নাইট্রোজেন,৪০ কেজি ফসফেট ৪০কেজি পটাশ দিন। ৩০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বীজ বুনুন।

**আখ** ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা,গোড়া ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদির আক্রমনে প্রথমে অ্যাজাডাইরেক্টিন (১০,০০০ পিপিএম) ২-৩ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন পরে প্রয়োজনে ১মিলি ফিপ্রনিল বা ট্রায়াজোফস অথবা ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

শোষক পোকা, আঁশপোকা, সাদামাছি ইত্যাদির আক্রমনে প্রথমে একই ভাবে আজাডাইরেক্টিন (১০,০০০ পিপিএম) স্প্রে করুন পরে প্রয়োজনে ২মিলি ডাইমেথোয়েট বা ১ গ্রাম কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

উই পোকা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২.৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস-২০ % গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিন।

রোগ যেমন, লাল ভোড়া ধ্বসা, ছিপিটি ভুসা, ঢলে পড়া রোগ ইত্যাদি রোগের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। দ্বিতীয় চাপান সার দেওয়া না হয়ে থাকলে আখ বসানোর ৯০ দিন পর হেক্টর প্রতি ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও সেচ দিন।মুড়ি আখে ১০ % সার বেশী প্রয়োগ করুন ।

**তিল** : ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত বেলে দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিতে তিলের বীজ বপন করুন। জমির মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে।অসেচ চাষে জমিতে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন ,ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। সেচ সেবিত জমিতে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন ও ফসফেট এবং ৬ কেজি পটাশ সর প্রয়োগ করতে হবে

**চীনাবাদাম** : ফাগুন-চৈত্র মাসে জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত বেলে দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিতে চীনাবাদামের বীজ বপন করুন।এই ফসল চাষে একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন। উপযুক্ত জাতগুলি হল জে এল ২৪, একে-১২-২৪,টিজি-৫১ ইত্যাদি।প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ২.৫ গ্রাম থাইরাম ৭৫ % ব্যবহার করুন।

**কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর**

পক্ষে - সুধীর কুমার হালদার

**যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ**